6

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...08 MAR 1998... ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ...৭......

# আন্তর্জাতিক নারী দিবস

১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সদস্য দেশসমূহকে তাদের ঐতিহাসিক ও জাতীয় কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে বছরের যে কোনো একটি দিবসকে জাতিসংঘ নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস হিসেবে ঘোষণা করার আহ্বান জানায়। সদস্য দেশগুলোকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতি এবং সামাজিক উন্নয়নে তাদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার আবেদন জানানো হয়। যার ফলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত ১৯৭৫ সাল আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ও ১৯৭৫–১৯৮৫ সাল নারী দশক হিসেবে পালিত হয়।

জাতিসংঘ কর্তৃক ১৯৭৫ সাল থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ঃ নারীর মানবাধিকার।

সারা বিশ্বের নারী সংগঠনগুলোর কাছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ) একটি স্মরণীয় দিন। চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিল্পোন্নত বিশ্বে যখন সম্প্রসারণ ও অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো, যখন স্ফীত হচ্ছিলো জনসংখ্যা ও ছড়িয়ে পড়ছিলো কট্টর সব আদর্শের বাণী, তখনই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ধারণার উদ্ভব ঘটে। নিচে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় ঘটনাপঞ্জির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো ঃ

**১৯০৯**

আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বানে ২৮ ফেব্রুয়ারি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী দিবস পালিত হয়। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার মহিলারা দিনটি পালন অব্যাহত রাখেন।

**১৯১০**

কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনালে নারীর অধিকার আন্দোলনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নারীর সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনে সহায়তা করার জন্যে আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি নারী দিবস ঘোষণা করা হয়। ১৭টি দেশের শতাধিক নারীর এই সম্মেলনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ফিনল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত তিনজন মহিলা সদস্যও এতে উপস্থিত ছিলেন। দিনটি পালনের কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি।

**১৯১১**

আগের বছর কোপেন হেগেনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস (১৯ মার্চ) পালন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে ১০ লাখের বেশি নরনারী অংশগ্রহণ করেন। ভোট ও সরকারি পদে নিয়োগের অধিকার ছাড়াও তারা কাজ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান দাবি করেন।

এক সপ্তাহেরও কম সময় পর নিউইয়র্ক নগরীতে [illegible]নি বর্ষণের (ট্রায়াঙ্গল ফায়ার) মর্মন্তুদ ঘটনায় ১শ' [illegible]০ জনের বেশি কর্মজীবী বালিকা প্রাণ হারায়, [illegible]দের বেশির ভাগই ছিলো ইতালীয় ও ইহুদী [illegible]ভিবাসী। এই ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম আইন ও সেসব [illegible]পর্যয়কর কাজের পরিবেশের ওপর এমন গুরুত্বপূর্ণ [illegible]ভাব ফেলে যা পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক নারী [illegible]বস পালনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

**১৯১৩–১৯১৪**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে শান্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে রুশী নারীরা ১৯১৩ সালের শেষ রোববার প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেন। ইউরোপের অন্যান্য স্থানে পরের বছর ৮ মার্চ বা কাছাকাছি দিনে নারীরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বা তাদের বোনদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের জন্যে সমবেত হন।

**১৯১৭**

যুদ্ধে ২০ লাখ রুশ সৈন্য নিহত হবার পর রুশী নারীরা 'খাদ্য ও শান্তির' দাবিতে ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। রাজনৈতিক নেতারা ধর্মঘটের সময়ের বিরোধিতা করলেও মহিলারা তার তোয়াক্কা করেননি।

এর পরের ইতিহাস। চারদিন পর জারকে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য করা হয় এবং অস্থায়ী সরকার মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। ঐ ঐতিহাসিক রোববার ছিলো সেইকালে রাশিয়ায় ব্যবহৃত জুলিয়ান পঞ্জিকা অনুযায়ী ২৩ ফেব্রুয়ারি, কিন্তু অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা অনুযায়ী ৮ মার্চ।

গোড়ার দিককার বছরগুলোর পর থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমানভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নারীদের জন্যে এক নতুন বিশ্ব মাত্রা যোগ করে। জাতিসংঘের চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলনের ফলে বলীয়ান ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের নারীর অধিকার নিয়ে দাবি জানানো এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রয়াস চালানোর জন্যে এই দিবসকে ঐক্যবদ্ধ একটি সুযোগে পরিণত করে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস এমন একটা উপলক্ষ হয়ে উঠছে যখন অর্জিত অগ্রগতি প্রতিফলিত করা, পরিবর্তনের ডাক দেয়া এবং নারীর অধিকারের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালনকারী সাধারণ রমণীকুলের সাহসিকতা ও সংকল্পবদ্ধ কাজকে তুলে ধরা হচ্ছে।

**এক নজরে নারী**

নারীর সমান অধিকার এগিয়ে নেয়া ও রক্ষা করার জন্যে জাতিসংঘের প্রচারণা যে নিবিড় ও ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে, তার বেশি সমর্থন লাভে খুব অল্প বিষয়ই সমর্থ হয়েছে। জাতিসংঘ সনদই প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি যেখানে নরনারীর সমতাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে এই সংস্থা বিশ্বব্যাপী নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কর্মকৌশল, মান, কর্মসূচি ও লক্ষ্যের একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার রচনায় সহায়তা করেছে। নিচের পরিসংখ্যান অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জিত হলেও এখনো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে।

**নারীর মর্যাদা**

- কোন দেশেই নারী পুরুষের সমান মর্যাদা অর্জন করেনি।
- বিশ্বের ১শ' ৩০ কোটি দরিদ্র লোকের প্রায় ৭০ শতাংশই নারী।
- বিশ্বের ২ কোটি ৭০ লাখ উদ্বাস্তুর শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগই নারী ও শিশু।
- সুইডেন, কানাডা, নরওয়ে, যুক্তরাষ্ট্র ও ফিনল্যান্ডে নারীর আয়ুষ্কাল, শিক্ষা ও আয়ও সর্বোচ্চ।
- ১৯৯৫ সালের ৪ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর চীনের বেইজিং–এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৮৯ জন প্রতিনিধি নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার অগ্রগতি ও তাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন একটি পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হন।
- বেইজিং সম্মেলনের ফলে ১শ'র বেশি দেশ নারীর আরো অগ্রগতি বিধানে উদ্যোগ গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছে।
- নারীর বিল অফ রাইটস নামে অভিহিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত ১৯৭৯ সালের জাতিসংঘ কনভেনশন এ যাবৎ ১৫৪টি দেশ অনুমোদন করেছে।

**রাজনৈতিক অংশগ্রহণ**

- নিউজিল্যান্ডই নারীকে সর্বপ্রথম ১৮৯৩ সালে ভোটাধিকার প্রদান করে।
- চলতি শতাব্দীতে মাত্র ২৪ জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন।
- বিশ্বের সংসদগুলোতে শতকরা ১০·৫ ভাগ আসনে রয়েছেন নারী।
- ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে সমানসংখ্যক নারী–পুরুষ নিয়ে বিশ্বে সুইডেনই প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করে।
- জাতিসংঘে সর্বোচ্চ পদাধিকারী ১৮৫ জন কূটনীতিকের মধ্যে ৭ জন নারী।
- বিশ্বে মন্ত্রিসভার নারী সদস্য ১৯৮৭ সালের ৩·৪ থেকে দ্বিগুণ হয়ে ১৯৯৬ সালে ৬·৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

**নারী ও শিক্ষা**

- বিশ্বে প্রায় ১শ' কোটি প্রাপ্ত বয়স্কের দু'–তৃতীয়াংশ নারী।
- বিশ্বের যে ১৩ কোটি শিশু স্কুলে যায় না, তার দুই–তৃতীয়াংশ মেয়ে।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিগত দু'দশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে মেয়েদের ভর্তির সম্মিলিত আনুপাতিক হার ৩৮ শতাংশ থেকে ৭৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

**নারী ও অর্থনীতি**

- উন্নত–অনুন্নত উভয় দেশেই কৃষিখাতের বাইরে বেশিরভাগ নারী যে আয় করেন, তা পুরুষের বেতনের গড়ে প্রায় তিন–চতুর্থাংশ।
- বেশিরভাগ দেশেই নারীর বেতনবিহীন শ্রমের সময় পুরুষের প্রায় দ্বিগুণ।
- উন্নত দেশে সরকারি শ্রমশক্তির শতকরা ৩১ ভাগ নারী এবং বিশ্বে তা শতকরা ৪৬·৭ ভাগ।
- উন্নয়নশীল বিশ্বে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তার শতকরা ৫৫ ভাগের বেশি উৎপাদন করেন পল্লী রমণী।
- নারীর বেতনবিহীন গৃহস্থালি ও সামাজিক কাজ বিশ্বব্যাপী জিডিপি'র প্রায় ১০ থেকে ৩৫ শতাংশ, ১৯৯৩ সালে [illegible] ট্রিলিয়ন।
- জাতিসংঘের উর্ধ্বতন [illegible] ১৭·৯ ভাগ পদসহ [illegible] পেশাদারি পদে নারী অ[illegible]
- দু'হাজার সাল নাগাদ [illegible] নারী কর্মচারীর সংখ্যা [illegible]

**নারী ও জনসংখ্যা**

- প্রায় প্রতিটি দেশেই পুরু[illegible] বাঁচে।
- বিশ্বে পুরুষের চেয়ে না[illegible] প্রতি ১শ' পুরুষে নারীর [illegible]
- উন্নত দেশগুলোতে বিগ[illegible] বহির্ভূত সন্তানের জন্মহার [illegible] বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিশ্বে প্রতি চারটির মধ্যে এক[illegible] হচ্ছেন নারী।
- নারীর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পে[illegible] উন্নয়নশীল দেশের নারীর [illegible] বছর, যা ১৯৭০ সালে [illegible] শিল্পোন্নত দেশে ১৯[illegible] আয়ুষ্কাল ছিলো ৭৯·৪ [illegible] ছিলো ৭৪·২ বছর।
- ২০২৫ সাল নাগাদ ৬[illegible] বয়স্কা নারীর আনুপাতি[illegible] এশিয়া, লাতিন আমেরি[illegible] উত্তর আফ্রিকায় দ্বিগুণ হয়ে [illegible]

**নারী ও স্বাস্থ্য**

- এইচআইভি আক্রান্ত নারীর হা[illegible] আজকে আক্রান্তের শতকরা প্রা[illegible] এবং সংক্রামিত নারীর সংখ্যা [illegible] নাগাদ দেড় কোটিতে পৌঁছবে [illegible] করা হচ্ছে।
- বিশ্বে প্রতিবছর আনুমানিক [illegible] গর্ভপাত ঘটানো হচ্ছে, [illegible] ৭০ হাজার নারী।
- গর্ভ ও প্রসব–সংক্রান্ত ক[illegible] ৮৫ হাজার, দিনে ১৬[illegible] যাচ্ছেন। গর্ভ ও প্রসব[illegible] যেখানে ৩ হাজার ৩শ' [illegible] হারায়, সেখানে আফ্রি[illegible] হারায় ১৩ জনে ১ জন।
- বিশ্বে সকল নারীর শ[illegible] গর্ভবতী নারীর শতক[illegible] ঘাটতিতে ভোগেন।

**নারী ও সহিংসতা**

- বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় [illegible] যৌনাঙ্গচ্ছেদের কুফল ভো[illegible]
- বিশ্বে বিবাহিত জীবনে [illegible] ভাগ নারী কোন না কো[illegible] নির্যাতনের শিকার হয়।
- আজকে সশস্ত্র সংঘাতের [illegible] নারী ও তাদের সন্তান–সন্ততি[illegible]
- যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণের [illegible] হয়ে উঠেছে। ১৯৯৪ সালের [illegible] সালের এপ্রিল পর্যন্ত রুয়ান্ডা[illegible] বালিকা ধর্ষণের শিকার হয়ে[illegible] ১৫ হাজার ৭শ' থেকে ২ লাখ [illegible]
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতি[illegible] বিচারের জন্যে সাবেক যুগোস্লাভি[illegible] ধর্ষণের ঘটনাগুলো তদন্ত ক[illegible]

(জাতিসংঘ তথ্য [illegible]